



365511 - রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নলি ক রিযো নষ্ট হবো?

প্রশ্ন

রযো রেখে রমযানরে দিনরে বলোয় করনো (কোভিডি-১৯)-এর টকি নয়োর হুকুম কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নতি কোন অসুবিধা নই। যহেতে এটি চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; যা রযো নষ্ট করে না। কেনো এটি পানাহার নয়; পানাহাররে স্থলাভিষ্কিতও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়ে এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে দিনরে বলোয় করনোর টকি নতি কোন অসুবিধা নই। যহেতে এটি চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; যা রযো নষ্ট করে না। কেনো এটি পানাহার নয়, পানাহাররে স্থলাভিষ্কিতও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়েও এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

১৪১৮ হজিরীর ২৩-২৮ শে সফর সৌদ আরবরে জেদেদাতে অনুষ্ঠিত ফকিহ একাডেমীর দশম অধিবেশনের সদিধান্তে এসছে:

“চকিৎসা সংক্রান্ত রযো ভূগকারী বিষয়াবলী” বিষয়ে একাডেমীতে পশেকৃত গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা এবং ১৪১৮ হজিরীর ৯-১২ সফর (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দরে ১৪-১৭ জুন) মরক্কোর ‘কাসাব্লাঙ্কা’ শহরে ফকিহ একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানরে সহযোগিতায় ‘ইসলামিকি মডেকিলে অর্গানাইজেশন’ কর্তৃক নবম ‘ফকিহ ও মডেকিলে সমিপোজিয়াম’ এর পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা এবং অংশগ্রহণকারী ফকিহবিদ ও ডাক্তারগণরে আলোচনা-পর্যালোচনা শূনা এবং কুরআন-সুননাহ ও ফকিহ বিশির্দদের বক্তব্য জানার পর নমিনোকৃত সদিধান্ত দিছে:

এক: নমিনোকৃত বিষয়াবলী রযোভূগকারী হিসেবে গণ্য হবো না:

৮। ত্বকে, পশীতে কথিবা শরীতে প্রদত্ত চকিৎসা শ্রণীয় ইনজকেশন; তবে খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজকেশন বাদ দিয়ে।”[ফকিহ একাডেমীর জার্নাল, সংখ্যা-১০ থেকে সমাপ্ত]



ফতওয়া বমিয়ক স্থায়ী কমটির ফতওয়াসমগ্র (১০/২৫২) এসছে:

“রোযাদারের জন্য রমযানের দিনেরে বলোয় পশৌতে ও শরীতে ইনজকেশনেরে মাধ্যমে চকিৎসা নয়ো জায়যে। তবে রোযাদারেরে জন্য রমযানেরে দিনেরে বলোয় খাদ্যজাতীয় ইনজকেশন নয়ো জায়যে নয়। কনেনা তা পানাহার গ্রহণেরে পরযায়ভুক্ত। এ ধরণেরে ইনজকেশন নয়ো রোযা না-রাখার কৌশল হিসেবে গণ্য হববে। পশৌতে ও শরীতে যদি রাতেরে ইনজকেশন নয়ের সুযোগ থাকে তাহলে সেটো করা ভাল।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যা কিছু পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত আলমেগণ সগেলোকেরে রোযাভঙ্গকারী বমিয়েরে অধিভুক্ত করছেন; যমেন- নডিট্রশিন ইনজকেশন। নডিট্রশিন ইনজকেশন বলতে সসেব ইনজকেশন নয় যগেলো শরীরকে চাঙগা করে বা সুস্থ করে। বরং নডিট্রশিন ইনজকেশন হচ্ছযে যগেলো গ্রহণ করলে পানাহার লাগে না।

পূর্ববক্ত আলোচনারে ভিত্তিতে: যযে সকল ইনজকেশন পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত নয় সগেলো রোযা ভঙ্গ করববে না। চাই সগেলো শরীতে পুশ করা হোক কথিবা রানকে কথিবা অন্য যযে কোন স্থানে।”[শাইখ উছাইমীনেরে ফতওয়া ও পুস্তকি সমগ্র (১৯/১৯৯)]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কযে জিজ্ঞাসে করা হয়ছেলি:

“টকিার ইনজকেশন কি রোযার উপর প্রভাব ফলেববে?”

জবাবে তনি বলেন: প্রভাব ফলেববে না। রোযা সহহি। যযে ইনজকেশনগলো টকিা হিসেবে কথিবা চকিৎসা হিসেবে পুশ করা হয় সঠকি মতানুযায়ী সগেলো রোযার উপর প্রভাব ফলেববে না। তবে নডিট্রশিন ইনজকেশন ব্যতীত। কারণ নডিট্রশিন ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেববে। সাধারণ ইনজকেশন, টকিার ইনজকেশন বা এ জাতীয় অন্যন্য ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেববে না। অতএব, সঠকি মতানুযায়ী টকিার ইনজকেশন রোযার উপর প্রভাব ফলেববে না। রোযা সঠকি।

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহু খাইরা। চাই এই ইনজকেশন পশৌতে পুশ করা হোক কথিবা শরীতে?

শাইখ: হ্যাঁ। আমভাবে (পশৌতে দয়ো হোক বা শরীতে)। এটাই সঠকি।[শাইখ বনি বাযেরে ওয়বেসাইট থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ড. সাদ আল-খাছলান (হাফযিহুল্লাহ) বলেন:

“যযে ব্যক্তরি রমযানেরে দিনেরে বলোয় করনোর টকিার ডোজ নলি তার রোযা কনিষ্ট হববে?”



জবাব: তার রোযা নষ্ট হবো না। কনোনা করোনার টিকা চকিৎসা শ্রণৌয় ইনজকেশন। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চকিৎসা শ্রণৌয় ইনজকেশন রোযা ভঙ্গ করে না। কনোনা এ ধরণে ইনজকেশন পানাহার নয় কথিবা পানাহারে স্খলাভযিকিতও নয়।

মূল বধিান হল: রোযার শুদ্ধতা। তাই সুস্পষ্ট কনো বযিয় ছাড়া আমরা এ মূল বধিানকে পরবির্তন করব না।

অতএব, আমরা বলব: রোযাদাররে জন্য করোনার টিকা নতিে কনো অসুবধিা নাই। এতে রোযা ভাঙ্গবো না।”[ভডিণ্ডি ক্লপি থকে]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।